ভালবাসায় অভিমানে

প্রথম কাব্যগ্রন্থ। একষট্টিটি কবিতার সংকলন। প্রথম সংস্করণ যুগ্মভাবে প্রকাশিত। জুলাই উনিশ শ ছিয়াত্তরে। দ্বিতীয় মুদ্রণ দু'হাজার দশে। এককভাবে।

এই গ্রন্থের কবিতাগুলি মূলত আধ্যাত্মিক। এই আধ্যাত্মিকতা কবির সমস্ত কাব্যের আদি প্রেরণা। এই আধ্যাত্মিকতা প্রথাগত সংস্কারলব্ধ নয়। কোনো বিশেষ ধর্মের নয়। এ এক অদ্ভুত আকুল প্রার্থনার। এক প্রপন্নার্তির। জীবনময় এবং মৃত্যুধর্মী। বিনিদ্রবেদন অপেক্ষাতুর এক হয়ে ওঠার কাহিনিহীন গল্প। ভালবাসাই এর ধ্রুবপদ। অভিমান এর সংরক্ত সংরাগ। বিশ্বাস অবিশ্বাসের পরপারে এক ধ্যান ও ধ্যানহীনতার সেতু। আলোর অধিক এক অন্ধকারের যাপনমন্ত্র। প্রথম যৌবনে লেখা, তিরিশ বছর বয়সে প্রকাশিত এই প্রথম কাব্যগ্রন্থ নারীপ্রেম নির্ভর কোনো লিরিক হল না! ছন্দোহীন গদ্যের চাতুর্যে মোড়া আধুনিকতাসর্বস্ব হল না। স্বরবৃত্তে, অক্ষরবৃত্তে, কলাবৃত্তে মিলের বিন্যাসে, ধ্বনিসম্পদ সৃষ্টির কারুকৃতিতে, প্রকরণ ও আঙ্গিকের এক সম্মোহন আক্রান্ত অনন্যসাধারণ সরলতায় এবং অনাড়ম্বর ঋজুভঙ্গির সততায় কবিতাগুলি—কবির সব কবিতার চরিত্রের মতোই দেদীপ্যমান। আর এই সারল্য সততার অন্তর্গত অবেচতন মনস্তত্ত্ব আলোকিত করেছে কাব্যভুবন। চিত্র ও চিত্রকল্পের অতীত এক অনুভবসিদ্ধ দক্ষতায় দুঃখের আনন্দভাস্বর উৎকণ্ঠা অন্য এক অন্বেষণে অস্থির।

দুঃখ তুমি সুখ তুমি বিজন বিরহ হাহাকার
মন্ত্র তুমি অর্থ তুমি সফলতা ব্যর্থতা জীবনে
যে জানে সে জানে, আমি কিছুই জানি না
আমার কী পেলে ভালো না পেলে ভালো না জানিনা যে
অনন্ত তরঙ্গে ধ্বনি অবিরল সহসা সহসা যেন বাজে।

এই প্রত্যয় উত্তীর্ণ অনুভূতির আত্মনিবেদনে কাব্যগ্রন্থটি চিরায়ত। চিরকালকে ক্ষণকালে এবং ক্ষণকালকে চিরকালে কেন্দ্রী-বিকেন্দ্রীকরণের সাহায্যে এত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথচ অতীন্দ্রিয় করে তুলতে পেরেছে কবিতাগুলি যে বিস্মিত হতে হয়। পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে পরমকে স্পর্শ করার এমন দুঃসাহসিক ঝুঁকি যে কবিতা নিতে পারে তাও বইটি প'ড়ে বোঝা যায়। প্রথম কাব্যগ্রন্থের সমস্ত প্রথাসিদ্ধ দুর্বলতামুক্ত 'ভালবাসায় অভিমানে'।

☐ তুমি আছো তাই দিন রাত্রি ধুলো তৃণ ও নক্ষত্রলোক
আবিশ্ব সংসার

☐ তুমি এত অন্ধকারে এলে!
কী ক'রে তোমার মুখ দেখি
কী ক'রে তোমাকে চিনে রাখি
কী ক'রে তোমার কাছে যাই
কী ক'রে তোমাকে ভালবাসি
যদি না হৃদয়ে জ্বালো আলো
যদি না হৃদয়ে দাও প্রেম।